Do we really know how hundi works?

A comprehensive analysis is needed for a complete picture of hundi business

Dr Selim Raihan
is a professor at the Department of Economics of the University of Dhaka, and executive director at the South Asian Network on Economic Modeling (Sanem).

SELIM RAIHAN

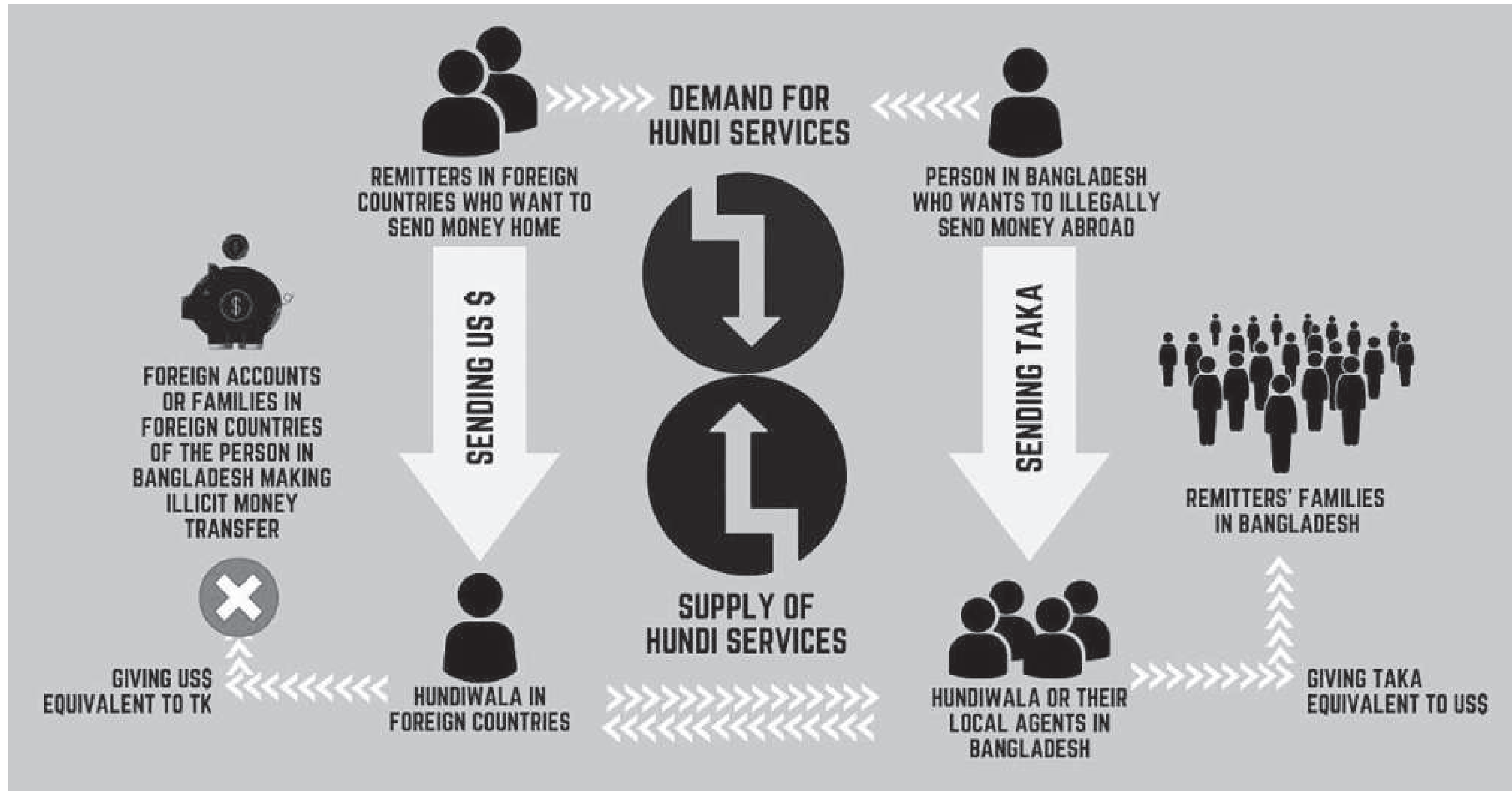

International remittances play a crucial role in the economic growth and poverty reduction in Bangladesh. These remittances are sent by Bangladeshi migrant workers especially in the Middle-Eastern countries, US, UK, European countries, and East Asian countries. Bangladesh is the seventh highest remittance-earning country in the world. A reasonably high growth in remittance inflows over the last one decade, until the recent macroeconomic crisis, has been instrumental in maintaining a stable current account balance, despite the fact that the trade deficit has increased over the years. This in turn has helped Bangladesh to maintain a growing level of foreign exchange reserves until the end of 2021.

International remittances come to Bangladesh through both the formal and informal channels. The formal channels involve formal banking and other money transferring processes. Remittances inflow through the formal channels help the government secure foreign currencies, which is critical for macroeconomic stability. However, there are concerns that a sizeable amount of the international remittances doesn't come through formal channels, but through informal channels under hundi.

The hundi business is an informal way of transferring money from one country to another. It is illegal in Bangladesh and works outside the conventional banking system. It is basically a verbal agreement that assures the transfer of money. Though informal, the hundi business is well-organised. It is used as bills of exchange in trade transactions, as credit instruments for borrowing money, and as remittance instruments for transferring money from one place to another. In the major labour-receiving countries of the Middle East and East and Southeast Asia, the hundi business is used by migrant workers from South Asia in general and from Bangladesh in particular.

The hundi business is a critical factor in contracting the prospect of the inflow of remittance in foreign currencies through official channels. In Bangladesh's case, there are concerns that over the last one year, despite a large number of Bangladeshis going abroad to work in foreign lands, a significant part of the remittances sent have not come through official channels. In this process, the country is losing the inflow of precious foreign currencies amid the ongoing forex crisis. Anomalies of exchange rates in Bangladesh as well as the high transaction costs and formalities for sending remittances through formal channels have been highlighted as the major reasons behind the popularity of informal channels among the Bangladeshi expatriates sending remittances.

If hundi is to be done away with, along with correcting the anomalies of exchange rates and lowering the transaction costs and formalities, the local demand for illicit transfer of money has to be dealt with. If illicit money transfers cannot be restricted, hundi service providers will always be active – they will continue to persuade the remitters, if required with highly lucrative exchange offers, regardless of whatever action the state takes with regard to the exchange rate.

However, there are some linear or one-sided explanations regarding the hundi business in Bangladesh. A more comprehensive analysis is needed to gather a complete picture. There are both demand- and supply-side dynamics of the hundi business, and conventional thinking misses out on some critical elements in these dynamics.

Conventional thinking dictates that the remitters abroad are the ones who demand the services offered by the hundi business. In the same way, it is generally thought that the supply of this business is managed by the "hundiwala" (hundi service providers) abroad and their domestic network of local agents. The remitters hand their hard-earned foreign currency (let's assume it's US dollars for the convenience of analysis) to the hundiwala abroad, who then direct their agents or other hundiwala operating in Bangladesh to pay the remitter's family the equivalent amount in Bangladeshi taka. Thus, the US dollar is not flowing into the country; instead, it is remaining in the foreign market.

The above-mentioned explanation provides an incomplete picture of the whole system. It fails to explain what the utility of the collected US dollar is to the hundiwala abroad. In order to build a complete picture of this system, we need to introduce another actor in Bangladesh: individuals or groups who want to syphon off their illicit money abroad. In this regard, the individual or groups in question pay the amount of illicit money in taka to the local hundiwala or their agents, and in exchange, the hundiwala abroad deposits an equivalent amount of money in US dollars in designated accounts of those individuals or groups. The taka collected by the local hundiwala from the money launderers is used to pay the families of the remitters in Bangladesh in exchange for the US dollar collected from those remitters in foreign countries.

The interesting aspect of this whole scheme is that we can see two separate trades: one in the US dollar abroad, and the other in the taka in Bangladesh, without any exchanges between these two.

It is not only that the remitters are sending money home through the hundi business, but there is also a strong demand in Bangladesh for these services among those who are engaged in illicit money transfers. And in order to meet this demand, the hundi service providers are collecting foreign currencies from the remitters.

Illicit transfer of money has become a matter of serious concern for the economy and society in Bangladesh. It is also responsible for low domestic resource mobilisation in Bangladesh. If hundi is to be done away with, along with correcting the anomalies of exchange rates and lowering the transaction costs and formalities, the local demand for illicit transfer of money has to be dealt with. If illicit money transfers cannot be restricted, hundi service providers will always be active – they will continue to persuade the remitters, if required with highly lucrative exchange offers, regardless of whatever action the state takes with regard to the exchange rate. This area needs to be addressed urgently, and there needs to be strong political will to do so.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, টাঙ্গাইল
(স্থানীয় সরকার শাখা)
www.tangail.gov.bd

স্মারক নং ০৫.৪১.৯৩০০.০১১.০২.০২৮.২২-৭০

তারিখঃ ১৪ ফাল্গুন ১৪২৯ / ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে টাঙ্গাইল জেলার ১২টি উপজেলার ১১৩৬ জন গ্রাম পুলিশের (দফাদার ও মহল্লাদার) তফসিল "ক" এ বর্ণিত পোশাক ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি (অত্র অফিসে সংরক্ষিত নমুনার অনুরূপ) এবং ৯১ (একানব্বই)টি উন্নতমানের বাইসাইকেল সরবরাহের নিমিত্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/ব্যবসায়ী/সরবরাহকারী/ঠিকাদারের নিকট হতে PPR ২০০৮ (সর্বশেষ সংশোধনকৃত) এর নিয়ম অনুসারে নিম্নলিখিত শর্তানুযায়ী সীলমোহরকৃত খামে দরপত্র আহবান করা হলোঃ

১	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ঃ	স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২	দরপত্র আহবানকারী	ঃ	জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল।
৩	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	ঃ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে টাঙ্গাইল জেলাধীন গ্রাম পুলিশদের (দফাদার ও মহল্লাদার) জন্য পোশাক ও সরঞ্জামাদি এবং বাইসাইকেল সরবরাহ।
৪	সংগ্রহ পদ্ধতি	ঃ	উন্মুক্ত দরপত্র।
৫	১ম পর্যায়ে দরপত্র সিডিউল বিক্রয়ের শেষ তারিখ ও সময়	ঃ	২৩/০৩/২০২৩খ্রিঃ অফিস চলাকালিন সময় পর্যন্ত।
৬	১ম পর্যায়ে দরপত্র সিডিউল গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময়	ঃ	২৭/০৩/২০২৩খ্রিঃ দুপুর ১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।
৭	১ম পর্যায়ে দরপত্র খোলার তারিখ, সময় ও স্থান	ঃ	২৭/০৩/২০২৩খ্রিঃ বিকাল ৪.০০ ঘটিকা। উপ পরিচালক, স্থানীয় সরকার, টাঙ্গাইল এর অফিস কক্ষ (কক্ষ নং ২০১)।
৮	২য় পর্যায়ে দরপত্র সিডিউল বিক্রয়ের শেষ তারিখ ও সময়	ঃ	০৬/০৪/২০২৩খ্রিঃ অফিস চলাকালিন সময় পর্যন্ত।
৯	২য় পর্যায়ে দরপত্র সিডিউল গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময়	ঃ	০৯/০৪/২০২৩খ্রিঃ দুপুর ১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।
১০	২য় পর্যায়ে দরপত্র খোলার তারিখ, সময় ও স্থান	ঃ	০৯/০৪/২০২৩খ্রিঃ বিকাল ৪.৩০ ঘটিকা। উপ পরিচালক, স্থানীয় সরকার, টাঙ্গাইল এর অফিস কক্ষ (কক্ষ নং ২০১)।
১১	দরপত্র সিডিউলের মূল্য	ঃ	৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা যা অফেরতযোগ্য।
১২	পোশাক ও সরঞ্জামাদি সরবরাহের মেয়াদকাল	ঃ	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ হতে পরবর্তী ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিন।
১৩	দরপত্র সিডিউল বিক্রয়কারী অফিসের নাম ও ঠিকানা	ঃ	(ক) বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা-এ অবস্থিত পরিচালক, স্থানীয় সরকার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা-এর দপ্তর। (খ) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, টাঙ্গাইল (স্থানীয় সরকার শাখা, কক্ষ নং ১০৫)।
১৪	দরপত্র গ্রহণের স্থান সমূহ	ঃ	(ক) বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা-এ অবস্থিত পরিচালক, স্থানীয় সরকার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা এর দপ্তর। (খ) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, টাঙ্গাইল এর উপ পরিচালক, স্থানীয় সরকার এর অফিস কক্ষ (কক্ষ নং ২০১)

তফসিল "ক"

১. প্যাকেজ-১ ঃ

নং	পোশাক ও সরঞ্জামাদির বিবরণ	সংখ্যা	জামানতের পরিমাণ	কার্য সম্পাদনের মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫
০১	দফাদার ও মহল্লাদারদের ব্যক্তিগত শারীরিক মাপ অনুযায়ী স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক সরবরাহকৃত কাপড়ের নমুনা মোতাবেক **ফুল প্যান্ট** (লুপ ও পিছনে ১টি পকেটসহ মোট ৩ পকেট বিশিষ্ট)	২১৬২ পিছ	দরপত্র মূল্যের ৩%	৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিন
০২	দফাদার ও মহল্লাদারদের ব্যক্তিগত শারীরিক মাপ অনুযায়ী স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক সরবরাহকৃত কাপড়ের নমুনা মোতাবেক **ফুল শার্ট** (ঢাকনাসহ ২ পকেট বিশিষ্ট, উভয় কাঁধের উপর ১টি করে ৬"X২" পরিমাপের ফিতাসহ)।	১০৮১ পিছ		
০৩	দফাদার ও মহল্লাদারদের ব্যক্তিগত শারীরিক মাপ অনুযায়ী স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক সরবরাহকৃত কাপড়ের নমুনা মোতাবেক **হাফ শার্ট** (ঢাকনাসহ ২ পকেট বিশিষ্ট, উভয় কাঁধের উপর ১টি করে ৬"X২" পরিমাপের ফিতাসহ)।	১০৮১ পিছ		
০৪	মহিলা মহল্লাদারদের জন্য মহিলা পুলিশের ন্যায় উন্নতমানের ২টি করে **শাড়ি**।	১১০ পিছ		
০৫	মহিলা মহল্লাদারদের জন্য মহিলা পুলিশের ন্যায় উন্নতমানের ২টি করে **পেটিকোট**।	১১০ পিছ		
০৬	মহিলা মহল্লাদারদের জন্য মহিলা পুলিশের ন্যায় উন্নতমানের ২টি করে ব্লাউজ ব্লাউজ।	১১০ পিছ		
০৭	দফাদার ও মহল্লাদারদের জন্য (পুরুষ ও মহিলা) উন্নতমানের **সোল্ডার ব্যাচ** (পারপেল কালার, Four Pointed Cross)।	স্টারসহ ব্যাচ-১০৯ জোড়া ব্যাচ-১০২৭ জোড়া		
০৮	দফাদার ও মহল্লাদারদের উন্নতমানের সবুজ কাপড়ের **রিবন** (স্টারসহ) (Four Pointed Cross এর মধ্যে দোয়েল, আকাশি রং এবং গ্রাম পুলিশ লেখাটি সাদা রং এর হবে)।	স্টারসহ-১০৯ জোড়া ব্যাচ-১০২৭ জোড়া		
০৯	উন্নতমানের বেল্ট।	১১৩৬ টি		
১০	চামড়ার জুতা (পুরুষ ও মহিলা) মোজাসহ	পুরুষ: ১০৮১ জোড়া মহিলা: ৫৫ জোড়া		
১১	দফাদার ও মহল্লাদারদের জন্য উন্নতমানের এপেক্সের **কাপড়ের জুতা** (পুরুষ ও মহিলা)	পুরুষ-১০৮১ জোড়া মহিলা-৫৫ জোড়া		
১২	দফাদার ও মহল্লাদারদের জন্য উন্নতমানের মোজা	১১৩৬ জোড়া		
১৩	উন্নতমানের জ্যাকেট (পুরুষ)	১০৮১টি		
১৪	মহিলাদের উন্নতমানের উলের জামা (কার্টিগেন)	৫৫ টি		
১৫	উন্নতমানের টর্চ লাইট (৪.৫০ ভোল্ট)	১১৩৬ টি		
০২. প্যাকেজ-০২ঃ				
০১	পুরুষ গ্রামপুলিশদের জন্য বাইসাইকেলঃ Supplying best Quality (RFL. Duronto or equivalent) Original quality Bicycle with size (28" x 1.5"), Rim = Stell, type–RFL, body-stell, built in Kick stand with carrier, bell, Lock-Zongly (China) and Fork guard, Colour-Black etc. all complete as per direction of the E-I-C. for Man	পুরুষ-৮৬টি	দরপত্র মূল্যের ৩%	৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিন
০২	মহিলা গ্রামপুলিশদের জন্য বাইসাইকেলঃ Supplying best Quality (RFL. Duronto or equivalent) Original quality Bicycle with size (26" x 1.5"), Rim = Alloy, type–RFL Duronto or equivalent, body-steel, Brake V brave, Wheel Size-26", basket Plastic built in Kick stand with carrier, bell, Lock-Zongly (China) etc. all complete as per direction of the E-I-C. for Women	মহিলা-৫টি		

প্যাকেজ-০১ দরপত্রদাতার যোগ্যতাঃ

১) (ক) দরপত্রদাতাকে গ্রাম-পুলিশ সদস্যদের পোশাক ও সরঞ্জামাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে পিপিআর পিজি-৩ এর আইটিটি ১৪.১(এ) ও ১৪.১(বি) এর আলোকে যে কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানের ৯৪,৫০,০০০/- (চুরানব্বই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) বা তদুর্ধ্ব টাকার গ্রাম-পুলিশদের পোশাক ও সরঞ্জামাদি সরবরাহকারী হিসাবে অথবা সমজাতীয় মালামাল সরবরাহ করেছেন মর্মে গত ০৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে ন্যূনতম ০৩ (তিন)টি একক কার্যাদেশ ও ০৩টি অভিজ্ঞতার সনদ দাখিল করতে হবে।

(খ) দরপত্রদাতার সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি দাখিল করতে হবে।

(গ) গ্রাম-পুলিশের পোশাক ও সরঞ্জামাদি সরবরাহের জন্য দরপত্রদাতাকে হালনাগাদ আয়কর পরিশোধের সনদপত্র, দরপত্র দাখিলের ২১ (একুশ) দিন পূর্বের ইস্যুকৃত পিপিআর পিজি-৩ এর আইটিটি ১৫.১(এ) এর আলোকে কমপক্ষে ১,০৮,০০,০০০/- (এক কোটি আট লক্ষ) টাকার ব্যাংক তারল্য/স্থিতি সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র ও ০৬ (ছয়) মাসের লেনদেনের হিসাব বিবরণী, ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন ও জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত অনুলিপি দরপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে।

(ঙ) পিপিআর-২০০৮ মোতাবেক দরপত্রদাতার সকল যোগ্যতা থাকতে হবে।

২) যে কোন দরপত্র গ্রহণ/বাতিলের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৩) এই দরপত্র সংক্ষিপ্ত, দরপত্র সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য এবং শর্তাবলী দরপত্র সিডিউলে বর্ণিত থাকবে।

৪) ১ম পর্যায়ে যোগ্য ও কাঙ্খিত দরদাতা পাওয়া না গেলে ২য় পর্যায়ে দরপত্র গ্রহণ করা হবে। ১ম পর্যায়ে যোগ্য ও কাঙ্খিত দরদাতা পাওয়া গেলে ২য় পর্যায় প্রযোজ্য হবে না।

৫) পোশাক ও সরঞ্জামাদি এর সংখ্যা বাড়ানো অথবা কমানোর বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৬) দরপত্রের সাথে সকল প্রকার পোশাকের এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদির ০১ (এক) পিছ/জোড়া করে নমুনা জমা দিতে হবে।

প্যাকেজ নং-০২ দরপত্রদাতার যোগ্যতাঃ

১) (ক) দরপত্রদাতাকে বাইসাইকেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান অথবা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট অথবা প্রকৃত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হতে হবে।

(খ) দরপত্র অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানকে কোন সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকার ০৩ (তিন) বছরের মধ্যে যে কোন ০১ (এক) বছরের সরবরাহের সনদপত্র দাখিল করতে হবে।

(গ) দরপত্রদাতাকে হালনাগাদ আয়কর পরিশোধের সনদপত্র, দরপত্র দাখিলের ২১ (একুশ) দিন পূর্বের ইস্যুকৃত কমপক্ষে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকার ব্যাংক তারল্য/স্থিতি সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র ও ০৬ (ছয়) মাসের লেনদেনের হিসাব বিবরণী, ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন ও জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত অনুলিপি দরপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে।

২) ১নং প্যাকেজের যোগ্যতার শর্তাবলী (ঙ), (২), (৩) ও (৪) প্রযোজ্য হবে।

৩) বাইসাইকেল এর সংখ্যা বাড়ানো অথবা কমানোর বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৪) দরপত্রের সাথে বাইসাইকেল (পুরুষ ও মহিলা) এর নমুনা জমা দিতে হবে।

27.2.23

জসীম উদ্দীন হায়দার
জেলা প্রশাসক
টাঙ্গাইল
ফোনঃ ০২৯৯৭৭১৪৯০২
ই-মেইলঃ dctangail@mopa.gov.bd

জিডি-৩৮৮